সংবাদ

তারিখ ... 19 NOV 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ ... কলাম ... ৩ ...

জাবিতে

বিভাগ উন্নয়ন ফি'র নামে শিক্ষা বাণিজ্য

প্রতিফলন নেই উপাচার্যের আশ্বাসে

জোবায়ের কামাল, জাবি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) প্রতিবছর বিভাগ উন্নয়ন ফি'র নামে মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এর ফলে শিক্ষাকে পণ্যে পরিণত করার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি একচেটিয়া ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করছে। গতবছর বিভাগ উন্নয়ন ফি নিয়ে প্রগতিশীল ছাত্রজোটের আন্দোলনের প্রেক্ষিতে উপাচার্য আশ্বাস দিয়েছিলেন, রাষ্ট্রের কাছ থেকে টাকা এনে বিভাগ তার প্রয়োজন মেটাবে। কিন্তু সেই আশ্বাসের প্রতিফলন না ঘটিয়ে এবছরও বিভাগ উন্নয়ন ফি'র নামে প্রচুর টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে বিভাগগুলো।

জানা যায়, ২০০৭ সালের সিন্ডিকেটের ২৬৩তম সভার তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের আলোকে বিভাগগুলো এ অর্থ আদায় করে আসছে। উন্নয়ন ফি আদায়ের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কোন সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই। ফলে বিভাগগুলো তাদের ইচ্ছেমতো উন্নয়ন ফি নির্ধারণ করে তা আদায় করছে। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ অনুযায়ী, শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বিভাগগুলোর কোন অর্থ আদায়ের নিয়ম নেই। মূল রসিদ বইয়ের বাইরে এই টাকা নেয়া হয় শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে। কোন বিভাগ নামমাত্র একটি রসিদ প্রদান করে কোন বিভাগ আবার তাও দেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। বিভাগ উন্নয়ন ফি পরিশোধ না হলে শিক্ষার্থীদের ভর্তি ফরমে বিভাগের সভাপতির স্বাক্ষর দেয়া হয় না। যা শিক্ষার্থীদের জোরপূর্বক দিতে বাধ্য করা হয়। রসিদ ছাড়া আদায়

বিভাগ : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৬

বিভাগ : উন্নয়ন

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

করা এই টাকা বিভাগের উন্নয়নে নয় বরং শিক্ষকদের ব্যক্তিগত উন্নয়নে খরচ করা হয়। কারণ, বছরের ঘূর্ণিপাকে বিভাগের চেহারা পরিবর্তন না হলেও শিক্ষকদের চেহারার বেশ পরিবর্তন লক্ষণীয়।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে ভর্তি সংক্রান্ত নির্দেশিকায় বিভাগ উন্নয়ন ফি'র অঙ্কটা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকায় ভর্তির জন্য নির্ধারিত টাকা ব্যতিরেকে পাথেয় হিসেবে কিছু টাকা নিয়ে আসে স্নাতক (সম্মান) প্রথমবর্ষে ভর্তি হতে আসা শিক্ষার্থীরা। কিন্তু ভর্তি হতে আসা একজন শিক্ষার্থী যখন জানতে পারে বিভাগ উন্নয়ন ফি বাবদ তাকে পাঁচ হাজার কিংবা আরও অধিক অঙ্কের টাকা বিভাগকে দিতে হবে তখন নিতান্ত অসহায় হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। অনেক দরিদ্র শিক্ষার্থীই আছেন যারা এই বিভাগ উন্নয়ন ফির টাকা শেষ পর্যন্ত জোগাড় করতে না পেরে বিভিন্নভাবে 'টাকার অভাবে স্বপ্ন ফিকে' নামক হেডলাইনের শরণাপন্ন হতে হয়। জানা যায়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষে বিভাগ উন্নয়ন ফি ছিল এক হাজার কিংবা বিভাগভেদে দু'একশ' টাকা বেশি। ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষে এসে এই ফি পাঁচ হাজার এবং সর্বোচ্চ আট হাজার টাকায় উন্নীত হয়েছে। এভাবে চলতে দিলে ভবিষ্যতে বিভাগ উন্নয়ন ফি হবে ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা। যা খরচের দিক থেকে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সমতুল্য। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) (২০০৬-২৬) কৌশলপত্রের অংশ হিসেবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ খরচের ৬০ শতাংশ বিশ্ববিদ্যালয় নিজে বহন করবে। কিন্তু একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এতো কোটি টাকার কিভাবে যোগান দেবে? এটি যেন এক সূক্ষ্ম ও সুদূরপ্রসারী দেশ ও গণমানুষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী পরিকল্পনার অংশ। আর বিভাগ উন্নয়ন ফি সেই বৃহৎ পরিকল্পনার এক অন্যতম হাতিয়ার।

গতবছরে বিভাগ উন্নয়ন ফি বাতিলের দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবরোধ কর্মসূচি পালন করেছে প্রগতিশীল ছাত্রজোট। আন্দোলনের প্রেক্ষিতে প্রশাসনিক সব কার্যক্রমে স্থবিরতা দেখা দিলে উপাচার্য সেখানে উপস্থিত হন। উপস্থিত আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের তিনি আগামী বছর (২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষ) থেকে বিভাগ উন্নয়ন করতে যে টাকা প্রয়োজন তা রাষ্ট্রের কাছ থেকে আদায় করা হবে বলে আশ্বাস দেন। উপাচার্যের এমন আশ্বাসের পর এবছর বিভাগ উন্নয়ন ফি আদায় করলে তা দুঃখজনক হবে বলে মনে করছেন প্রগতিশীল ছাত্রজোটের নেতাকর্মীরা। গতবছরের আন্দোলনের প্রেক্ষিতে উপাচার্যের আশ্বাসের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে ৯ নভেম্বর উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা ইসলামকে চিঠি দেয় বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন জাবি সংসদ। তার আগে সংগঠনটির নেতা-কর্মীরা বিভিন্ন বিভাগের সভাপতিদের সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি বিবেচনার অনুরোধ জানান।

এবিষয়ে অধ্যাপক নাসিম আখতার হোসাইন বলেন 'বিভাগ উন্নয় ফি'র নামে কোন কোন বিভাগ প্রয়োজনের চেয়েও বেশি টাকা নেয়। আর এই টাকা কোথায় কি কাজে ব্যয় হয় সেই দায়বদ্ধতার জায়গাও আমরা তৈরি করতে পারিনি। কোন কোন বিভাগ সামান্য উন্নয়নের কাজে ব্যয় করছেন যা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায়কৃত টাকার তুলনায় অপ্রতুল। রাষ্ট্রের কাছে আমরা বিভাগ উন্নয়নের জন্য টাকার প্রয়োজনীয়তা না দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে আমরা টাকা নিচ্ছি। যা কখনও উচিত নয়। এই ব্যবস্থাপনা পরিবর্তন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত প্রতিটি বিভাগকে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ দেয়া।'

ছাত্র ইউনিয়ন জাবি সংসদের সভাপতি ইমরান নাদিম বলেন 'বিভাগ উন্নয়নের ভার যেমন শিক্ষকদের না তেমনি শিক্ষার্থীদেরও না। গত বছর আমরা বিভাগ উন্নয়ন ফি বাতিলের দাবিতে আন্দোলন করেছি। সে সময় উপাচার্য সরকারের কাছ থেকে অর্থ এনে বিভাগ উন্নয়ন করার আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু সে আশ্বাসের প্রতিফলন ঘটেনি। বিশ্ববিদ্যালয়কে রাষ্ট্রের টাকা দিয়েই বিভাগ উন্নয়ন করতে হবে।' সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট জাবি শাখার সাধারণ সম্পাদক সুস্মিতা মরিয়ম বলেন 'যে শিক্ষার্থীরা এখনও বিভাগ থেকে কিছুই পেলো না তাদের টাকা দিয়ে বিভাগ উন্নয়ন করতে চাওয়া অনৈতিক। শিক্ষার্থীরা শিক্ষা-গবেষণা দিয়ে বিভাগের উন্নয়ন করবে, টাকা দিয়ে নয়। বিভাগ উন্নয়নের জন্য টাকা যোগানের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের, ছাত্রদের নয়। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ যোগানের দায়িত্ব রাষ্ট্রের।' এবিষয়ে রেজিস্ট্রার আবু বকর সিদ্দিক জানান, গতবছরে নির্ধারণকৃত বিভাগ উন্নয়ন ফি বাবদ যে টাকা নেয়া হয়েছিল এবছরে তা থেকে এক হাজার টাকা কম নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ বিষয়ে জানার জন্য উপাচার্য অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলামকে একাধিকবার ফোন দিলেও তিনি রিসিভ করেননি।